সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর

হ্যান্ডবুক

HANDBOOK FOR AC(LAND)

ভূমি সংস্কার বোর্ড

ভূমি মন্ত্রণালয়

সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর হ্যান্ডবুক HANDBOOK FOR AC(LAND)

ঢাকা এলিভেটেড এক্সেপ্রেসওয়ে প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহন) আইন,২০১১

২০১১-০৬-৩০

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল -

সূচি

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

(১) এই আইন ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন , ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন ২৯শে বৈশাখ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১২ ই মে,২০১১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

২। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে -

(১) “কমিশনার” অর্থ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার;

(২) “কর্তৃপক্ষ” অর্থ Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXXIV of 1985) এর section 4 এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Bridge Authority;

(৩) “জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্য” অর্থ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধা প্রদান, বিঘ্ন সৃষ্টি বা বিলম্বিত করার লক্ষ্যে, কোন কাজ বা ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে ক্ষতিপূরণ

হিসাবে বা অন্য কোনভাবে আর্থিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে;

(৪) "ডেপুটি কমিশনার" অর্থ Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982) এর section 2(b) এ সংজ্ঞায়িত Deputy Commissioner;

(৫) "প্রকল্প" অর্থ Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXXIV of 1985) এর অধীন ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মান ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে গৃহীত ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প;

(৬) "ব্যক্তি" অর্থে যে কোন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী বা দেশী বা বিদেশী সংস্থাও অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(৭)"ভূমি অধিগ্রহন অধ্যাদেশ " অর্থ Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982) ।

৩। আইনের প্রাধান্য

ভূমি অধিগ্রহন অধ্যাদেশ, তদধীন প্রণীত বিধি বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন বা বিধিতে বিপরীত যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান প্রাধান্য পাইবে ।

৪। প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ

এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোন ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হইলে, উহা জনস্বার্থে প্রয়োজন বলিয়া গণ্য হইবে এবং কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী উক্ত ভূমি, ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা যাইবে।

৫। বিশেষ বিধান

(১) প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের নোটিশ প্রদানের পর অধিগ্রহণাধীন ভূমির উপর জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্যে কোন ঘর-বাড়ি বা স্থাপনার বা ভূমির শ্রেণী পরিবর্তন করা হইলে উক্তরূপ পরিবর্তনের জন্য কোন ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হইবে না।

(২) ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ ধারা ৮ এর অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণকালে ডেপুটি কমিশনার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিগ্রহণাধীন কোন ভূমির উপর নির্মিত বা নির্মাণাধীন কোন ঘর-বাড়ি বা অন্য কোন প্রকার স্থাপনা জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হইয়াছে বা নির্মাণাধীন আছে বা একই উদ্দেশ্যে কোন ঘর-বাড়ি বা স্থাপনা বা ভূমির শ্রেণীর পরিবর্তন করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্তরূপ ঘর-বাড়ি বা স্থাপনা বা পরিবর্তনকে উক্ত ধারা ৮ এর অধীন ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য বিবেচনা করিবেন না এবং এইরূপ ক্ষতিপূরণের দাবি যদি থাকে, প্রত্যাখ্যান করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন দাবি প্রত্যাখ্যানের কারণে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি, প্রত্যাখ্যান আদেশ জারি হইবার সাত দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণের দাবিতে কমিশনারের নিকট উক্ত প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৪) কমিশনার, উপ-ধারা (৩) এর অধীন আপীল আবেদন প্রাপ্তির পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে আপীলের বিষয়টি সরেজমিন তদন্ত করিবেন এবং অতঃপর আপীলকারীকে শুনানীর সুযোগ প্রদান পূর্বক অনধিক পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে আপীলের বিষয়ে যথোপযুক্ত আদেশ প্রদান করিবেন ।

(৫) এই আইনের অধীন অধিগ্রহণকৃত ভূমির ক্ষতিপূরণ প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে অর্থ প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে অধিগ্রহণকৃত ভূমির ক্ষতিপূরণ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ বা ওয়ার্ড কমিশনার বা কাউন্সিলার কার্যালয়ে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক পূর্বঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী প্রকাশ্যে পরিশোধ করিতে হইবে ।

(৬) ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশের ধারা ৩ এর অধীন নোটিশ জারির সময় সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক অধিগ্রহণাধীন ভূমির যে ভিডিও চিত্র গ্রহণ ও সংরক্ষণ করা হইয়াছে, উক্ত ভিডিও চিত্র এই আইনের উদ্দেশ্য পূরনকল্পে এই আইনের অধীন গৃহীত ও সংরক্ষিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ভিডিও চিত্রের ভিত্তিতে উক্ত ভূমির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণপূর্বক উক্ত ক্ষতিপূরণ পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে ।

(৭) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রদত্ত কমিশনারের আদেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চূড়ান্ত হইবে।

(৮) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রদত্ত আদেশে যদি আপীল নামঞ্জুর করা হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ নামঞ্জুর আদেশ জারির ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে আপীলকারী সংশ্লিষ্ট ঘর-বাড়ি বা স্থাপনা নিজ খরচ ও দায়িত্বে সরাইয়া নিবেন, অন্যথায় ডেপুটি কমিশনার উক্ত ঘর-বাড়ি বা স্থাপনা প্রকাশ্যে নিলাম বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করিবেন।

(৯) উপ-ধারা (২) এর অধীন ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক ক্ষতিপূরণের দাবি প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে যদি দাবিদার উপ-ধারা (৩) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপীল দায়ের না করেন, তাহা হইলে উক্ত সময়ের পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে তিনি সংশ্লিষ্ট ঘর-বাড়ি বা স্থাপনা সরাইয়া নিবেন, অন্যথায় ডেপুটি কমিশনার উপ-ধারা (৮) এ উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(১০) প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিগ্রহণাধীন কোন ভূমির মাটি অসৎ উদ্দেশ্যে কাটিয়া বা অন্য কোন উপায়ে উক্ত ভূমির শ্রেণী পরিবর্তন করা হইলে, উক্তরূপ পরিবর্তনের জন্য ভূমির কোন ক্ষতি হইলে, সরকার সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিকের নিকট হইতে উক্ত ক্ষতি বাবদ যথাযথ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় করিতে পারিবে।

(১১) এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা গৃহীত কোন কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কোন আদালত কোন মামলা বা দরখাস্ত গ্রহণ করিবে না এবং এই ধারার অধীন বা এই ধারা হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে গৃহীত বা গৃহীতব্য কোন কার্যক্রম সম্পর্কে কোন আদালত কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে পারিবে না।

৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৭। হেফাজত সংক্রান্ত বিশেষ বিধান

(১) ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) অধ্যাদেশ, ২০১১ (২০১১ সনের ১ নং অধ্যাদেশ) অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

(২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (২) এর বিধান অনুসারে উক্ত অধ্যাদেশের কার্যকারিতা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ লোপ পাইবার পর উহার ধারাবাহিকতার বা বিবেচিত ধারাবাহিকতার কোন কাজকর্ম কৃত বা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহা এই আইনের অধীনে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়াও গণ্য হইবে ।

ভূমি-খাতয়ান (পাবত্য চট্টগ্রাম) অধ্যাদেশ, ১৯৮৪

১৯৮২-০৩-২৪

যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার ভূমি-খতিয়ান প্রস্তুতের ও তৎসংক্রান্ত বিষয়াদির ব্যাপারে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।

সেহেতু, এক্ষণে, রাষ্ট্রপতি ১৯৮২ সনের ২৪শে মার্চ তারিখের ফরমান এবং এই ক্ষেত্রে তাঁহার অন্যান্য সকল ক্ষমতাবলে নিম্নরুপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন:-

সূচি

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ

(১) এই অধ্যাদেশ ১৯৮৪ সনের ভূমি-খতিয়ান (পার্বত্য চট্টগ্রাম) অধ্যাদেশ নামে অভিহিত হইবে৷

(২) ইহা সমগ্র পাবর্ত্য চট্টগ্রাম এলাকায় প্রযোজ্য হইবে৷

২। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,-

(ক) "পার্বত্য চট্টগ্রাম" বলিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি জেলাসমূহের অন্তর্গত সকল এলাকাকে বুঝাইবে;

(খ) "ভূমি" বলিতে পানি বা জলাশয় অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(গ) "রাজস্ব অফিসার" বলিতে সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার অথবা এই অধ্যাদেশ বা তদধীনে প্রণীত বিধি অনুযায়ী রাজস্ব অফিসারের সকল বা যে কোন দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োজিত অন্য কোন অফিসারকে বুঝাইবে৷

৩। ভূমি-খতিয়ান প্রস্তুত

সরকার, যথোচিত মনে করিলে, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী মোতাবেক রাজস্ব অফিসার দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা বা উহার যে কোন অংশের জরীপ এবং ভূমি-খতিয়ান প্রস্তুত বা সংশোধন করার নির্দেশ দিয়া সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আদেশ জারী করিতে পারিবেন।

৪। ভূমি-খতিয়ানে যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইবে

(১) ৩ ধারার অধীন কোন আদেশ জারী করা হইলে, রাজস্ব অফিসার প্রতিটি মৌজাকে জরীপের একটি একক ধরিয়া উহার অন্তর্গত রাস্তা-ঘাট, নদী-নালা, বাড়ী-ঘর, মাঠ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া বড় আকারের একটি ম্যাপ প্রস্তুত করিবেন এবং প্রস্তুতব্য বা সংশোধনীয় ভূমি-খতিয়ানে সরকার যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেই সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন মৌজার পূর্ব-নির্ধারিত সীমানাভুক্ত কোন এলাকা জরীপ ও খতিয়ানের একক হিসাবে অনুপযুক্ত, সেই ক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার যতদূর সম্ভব স্থানীয় জনগণের মতামত এবং জেলা প্রশাসকের অভিমত যাচাই করিবার পর জরিপের একক হিসাবে গ্রহণের উদ্দেশ্য এলাকা নির্ধারণের জন্য সরকারের নিকট, ভূমি রেকর্ড ও জরিপের মহা-পরিচালকের মাধ্যমে, প্রস্তাব পেশ করিবেন এবং সরকার যদি এককটি অনুমোদন করেন তাহা হইলে উহাকে ম্যাপ ও ভূমি-খতিয়ান প্রস্তুত ও সংশোধনের জন্য একটি মৌজা হিসাবে ঘোষণা ও গ্রহণ করা হইবে।

৫। খসড়া ভূমি- খতিয়ান প্রকাশন

৪ ধারা অনুযায়ী খসড়া ভূমি-খতিয়ান প্রস্তুত বা সংশোধিত হওয়ার পর, রাজস্ব অফিসার অন্যুন তিরিশ দিন পর্যন্ত জনসাধারণের পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে খসড়াটি প্রকাশ করিবেন এবং এইরূপ প্রকাশের মেয়াদের মধ্যে উক্ত খতিয়ানে লিখিত অথবা উহা হইতে বাদ পড়িয়া যাওয়া কোন কিছু সম্পর্কে কোন আপত্তি দায়ের করা হইলে, রাজস্ব অফিসার তাহা গ্রহণ করিবেন এবং বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

৬। আপীল

(১) ৫ ধারার অধীন দায়েরকৃত আপত্তির উপর রাজস্ব অফিসারের কোন আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি আদেশের তারিখ হইতে তিরিশ দিনের মধ্যে সেটেলমেন্ট অফিসারের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) এইরূপ প্রত্যেকটি আপীল লিখিত হইতে হইবে এবং উহাতে আপীলের কারণ সমূহের বর্ণনা থাকিতে হইবে এবং যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হইবে

উহার একটি প্রত্যায়িত নকল উক্ত আপীলের সহিত সংযোজন করিতে হইবে।

(৩) সেটেলমেন্ট অফিসার স্বয়ং এইরূপ আপীল নিষ্পন্ন করিতে পারিবেন অথবা উহা নিষ্পত্তির জন্য তাঁহার অধস্তন এইরূপ কোন সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন যিনি নিজে উক্ত ভূমি-খতিয়ান প্রস্তুত বা সংশোধন করেন নাই।

৭। আপত্তি ও আপীল নিষ্পত্তির পদ্ধতি

(১) যে ব্যক্তি ৫ ধারার অধীন আপত্তি অথবা ৬ ধারার অধীন আপীল শুনিবেন, তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে দেওয়ানী বিচারের পরিচালনা কারে নিয়োজিত কোন অফিসার কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য সকল ক্ষমতা এবং ১৮৭৫ সনের সার্ভে এ্যাক্ট (১৮৭৫ সালের ৫ নং বেঙ্গল এ্যাক্ট) এর অধীন কালেক্টরের সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হইবেন।

(২) আপত্তি বা আপীল সংক্ষেপে নিষ্পন্ন করা হইবে এবং নথিতে সাক্ষ্য প্রমাণের সার-সংক্ষেপ ও রায়ের যৌক্তিকতার সারাংশ লিপিবদ্ধ করা হইবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে যুক্তিসংগত শুনানীর সুযোগ প্রদান না করিয়া কোন আপত্তি বা আপীল নিষ্পন্ন করা যাইবে না।

৮। ভূমি- খতিয়ানের চূড়ান্ত প্রকাশনা

(১) দায়েরকৃত যাবতীয় আপত্তি ও আপীল নিষ্পত্তির পর, রাজস্ব অফিসার চূড়ান্ত ভূমি-খতিয়ান প্রস্তুত করিবেন এবং উহা মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) ভূমি-খতিয়ান মুদ্রণের পর রাজস্ব অফিসার উহা অন্যুন তিরিশ দিনের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন এবং এইরূপ প্রকাশন খতিয়ানটি যে এই অধ্যাদেশের অধীনে যথাযথভাবে প্রস্তুত বা সংশোধিত হইয়াছে তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

৯। চূড়ান্ত প্রকাশনের প্রত্যায়ন পত্র

ভূমি-খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইবার পর, ভূমি রেকর্ড ও জরীপের মহা-পরিচালক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাজস্ব অফিসার উক্তরূপ চূড়ান্ত প্রকাশনার বিষয় ও উহার তারিখ উল্লেখ করিয়া একটি প্রত্যায়ন প্রস্তুত করিবেন এবং উহাতে তাঁহার নাম ও সরকারী পদবী উল্লেখপূর্বক তারিখসহ স্বাক্ষর দান করিবেন।

১০। ভূমি- খতিয়ানের শুদ্ধতা সম্পর্কে অনুমান

এই অধ্যাদেশের অধীন প্রস্তুতকৃত বা সংশোধিত ভূমি-খতিয়ানে লিপিবদ্ধ প্রত্যেক তথ্য তৎসম্পর্কিত বিষয়ের প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে এবং তাহা সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা অশুদ্ধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১১। মোকদ্দমা প্রত্যাহার ও বদলী সম্পর্কে সেটেলমেন্ট অফিসারের ক্ষমতা

সেটেলমেন্ট অফিসার, কোন দরখাস্তের প্রেক্ষিতে বা স্বীয় উদ্যোগে, তাঁহার অধস্তন কোন রাজস্ব অফিসারের নিকট হইতে এই অধ্যাদেশের অধীনে দায়েরকৃত যে কোন মোকদ্দমা প্রত্যাহার করিয়া নিজেই নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন অথবা নিষ্পত্তির জন্য তাঁহার অধস্তন অন্য কোন রাজস্ব অফিসারের নিকট বদলী করিতে পারিবেন।

১২। প্রতারণামূলক লিপি-ভূক্তির সংশোধন

(১) সেটেলমেন্ট অফিসার, কোন দরখাস্তের প্রেক্ষিতে বা স্বীয় উদ্যোগে, সংশ্লিষ্ট রেকর্ডসমূহ পর্যালোচনা এবং তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় তদন্তের পর যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে কোন ভূমি-খতিয়ানে প্রতারণার মাধ্যমে কোন তথ্য লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি ভূমি-খতিয়ানটির চূড়ান্ত প্রকাশনের পূর্বে উহার সংশোধন করিবার জন্য নির্দেশ দান করিতে পারিবেন।

(২) সেটেলমেন্ট অফিসার সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে শুনানীর জন্য যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান না করিয়া এই ধারার অধীন কোন আদেশ দান করিবেন না।

(৩) এই ধারার অধীন প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই ধারার অধীন প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৩। সেটেলমেন্ট অফিসারের বিশেষ ক্ষমতা

চূড়ান্ত ভূমি-খতিয়ান প্রকাশনের পূর্বে যে কোন সময়ে সেটেলমেন্ট অফিসার কোন এলাকা সম্পর্কে এই অধ্যাদেশের অধীনে গৃহীত কার্যধারার যে কোন অংশ বাতিলের নির্দেশ দান করিতে পারিবেন এবং কোন পর্যায় হইতে উক্ত কার্যধারা পুনরায় আরম্ভ করা হইবে তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন।

১৪। এই অধ্যাদেশের অধীন মহা- পরিচালকের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা

সরকারের সাধারণ তত্বাবধান সাপেক্ষে, এই অধ্যাদেশের অধীনে গৃহীত যাবতীয় কার্য ভূমি রেকর্ড ও জরীপের মহা-পরিচালকের তত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইবে এবং তিনি এই অধ্যাদেশের অধীনে রাজস্ব অফিসারের যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

১৫। জেলা প্রশাসকের নিকট ম্যাপ ও ভূমি-খতিয়ান হস্তান্তর

(১) এই অধ্যাদেশের অধীনে কোন মৌজার ভূমি-খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত বা সংশোধনের পর, রাজস্ব অফিসার এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্রসহ সকল মুদ্রিত

ম্যাপ ও ভূমি-খতিয়ান সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করিবেন।

(২) জেলা প্রশাসক মুদ্রিত ম্যাপ ও ভূমি-খতিয়ান সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন।

(২) জেলা প্রশাসক মুদ্রিত ম্যাপ ও ভূমি-খতিয়ান সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন।

১৬। আদালতের এখতিয়ারের প্রতিবন্ধক

ভূমি-খতিয়ান প্রস্তুত বা সংশোধনের নির্দেশ সংক্রান্ত কোন আদেশ বা ভূমি-খতিয়ান প্রস্তুত বা সংশোধন সম্পর্কিত কোন বিষয় সম্পর্কে কোন আদালতে মোকদ্দমা দায়ের বা দরখাস্ত পেশ করা চলিবে না।

১৭। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

সরকার এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১৮। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৮৭৫ সনের ৫ নং বেঙ্গল এ্যাক্টের প্রয়োগ

১৮৭৫ সনের সার্ভে এ্যাক্ট (১৮৭৫ সনের ৫ নং বেঙ্গল এ্যাক্ট) এবং তদধীনে প্রণীত বিধিসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য হইবে।

তফসিল

null